দ্বিতীয় খণ্ড

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

সমীর চট্টোপাধ্যায়
স্নেহাস্পদেষু

হাওয়া গাড়ি

দ্বিতীয় খণ্ড

উনত্রিশ

আজকের রোদ্দুরে কোন ধোঁয়া নেই। জল নেই। কুয়াশা নেই। সকালবেলা অফিসে বেরোবার মতই বেরোলো দিলীপ। বেরোবার আগে হাসিমুখে দরজায় এগিয়ে এলো রবির ছেলে। তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু।

নিশ্চয়ই। তুমি যখন বলেছো—নিশ্চয় ফিরবো।

উকিল কোল ইণ্ডিয়ার চিঠিখানা মন দিয়ে পড়লো। তারপর বললো, একটা ভুল করেছেন আপনি।

কি?

চড়টা মেরেই তো হেঁটে এই হাইকোর্ট পাড়ায় চলে আসতে পারতেন। কতটুকুই বা রাস্তা কোল ইণ্ডিয়া থেকে। তাহলে এমন একখানা চিঠি ঝাড়তাম—আপনাকে আর সাসপেণ্ডও করতে পারতো না। আমার কথা মনে পড়লো না আপনার?

আপনি মণিবাবু, আমাদের অনেক দিনের বন্ধু। কিন্তু তখন মাথায় আসেনি। তাছাড়া কোনদিন মামলা করিনি তো।

ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের এক পারে হাইকোর্ট—আরেক পারে সব চেম্বার। খাবারের দোকান। সলিসিটারস হাউস। মাঝখানে নানা মেকের মোটর গাড়ি। জজের গাড়ি। ব্যারিস্টারের। উকিলের। মক্কেলের। তাদের মাঝখানে অস্টিন ট্র্যাবটা মাঞ্জা মারা খানদানী বাবুর ঢঙে পার্ক করা। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল দিলীপ।

মণিবাবুর এখন ঘোর পসার। দুজন জুনিয়র। তার ভেতর একজন ফুলহাতার সাদা ব্লাউজ গায়ে মেয়ে উকিল। সেই মহিলার মক্কেলদের ভেতর একজন ছবিওয়ালা। কোন ছবির রিলিজ আটকাতে ইনজাংশন চাইছে। কেননা, প্রোডিউসার টাকা ফেরত দেয়নি। আরেকজন সান্ধ্য মাতাল বসে আছে—তার মামলা অগাধ জলে—সে কিছু টাকা চায়। এই বেশি না। বিশ-তিরিশ টাকা।

মণিবাবু মাঝে মাঝে উঠে যাচ্ছিলেন। মামলার নথি হাতে। তখন গায়ে কালো গাউন। আবার ফিরে এসে গাউনটা খুলে রেখে ট্রাউজারের চেন নামিয়ে দিচ্ছিলেন। মোটাসোটা মানুষ। একটু ঢিলেঢালা হয়ে বসতে চান।